নাট্যগীতি।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ অবলম্বনে

বিরচিত।

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।"

কলিকাতা

৭০ নং কালেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৮৯

বীণাযন্ত্র

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠন্‌ঠনিয়া—কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

সুহৃৎপ্রধান

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত

মহোদয়-কর-কমলে

আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

এই পুস্তক

সমর্পণ

করিলাম।

বিদায়।

জীবন-কোরক নাহি হ'তে প্রস্ফুটিত,
কুটিল কীটক তাহে করিল প্রবেশ,
কত যত্ন করি, সহি কত রূপ ক্লেশ,
কিন্তু ভগ্নদেহ পুনঃ হলো না গঠিত।
ত্যজেছি জীবন-আশা —— আর কতকাল!
কতকাল আশাবন্ধ থাকে অবিচল,
নিভিল জীবন-দীপ করি আজ কাল,
অকালে কালের স্রোতে মিলিল এ জন;
যাই এবে, জন্মভূমি! ব্যাধির জঞ্জাল
করিয়াছে এ জীবন দুঃখের কেবল,
কত রত্ন গেল,——আমি কি ছার অধম,
কি আক্ষেপ তবে, কেন ঝরে আঁখি জল?
ইহাই প্রথম মম, ইহাই চরম,
ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছা হউক সফল!

মঙ্গলাচরণ।

(মৃদু বাদ্যের সহিত পটোত্তোলন)

পরীদিগের নৃত্য ও গান।

কেদারা—একতালা।

বাজারে মৃদঙ্গ, সারঙ্গ মধুর,
কোমল মন্দিরা, বীণা, সপ্তস্বরা,
মৃদুল সেতারে বাঁধরে সুর।
মধুর খঞ্জরী, মোহন বাঁশরী,
আজিরে সুখেতে বাজা ধীরি ধীরি
আনন্দে আকুল অমরাপুর।
এস চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
সঙ্গেতে লয়ে অপ্সরা কিন্নর,
গুণী বিশ্বাবসু, ধীর হাহা হুহু,
অমিয় কণ্ঠের ধারা মুহূর্মুহু,
ঢালিয়ে বিষাদ, কররে দূর।
উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী, শচী,
কুসুম সম্ভারে সুষমা বিরচি,
রতি, তিলোত্তমা, এস নাচি নাচি,
অলক্ত চরণে পরি নূপুর।
অমর-কল্যাণে, দেবেন্দ্র-ভবনে,
ভারতী অর্চ্চনা আজি শুভ দিনে,
আনন্দে উথলে অমরাপুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নর্ম্মদা তটস্থ শিবির।

অজের প্রবেশ।

অজ।—(পদচারণ করিতে করিতে)

অহো ! এ বিজন ভূমি করি নিরীক্ষণ,
এতক্ষণ মনক্ষোভ ছিলাম পাসরি,
কিন্তু হায়, কুহেলিকা থাকে কতক্ষণ,
আবার উদিল রবি, ভাসিল জগৎ,
মোহ-তম হলো দূরীভূত, লুপ্ত-স্মৃতি
হইল উজ্জ্বল, ভগ্ন-চূড় মন্দিরের
বিষণ্ণ মূরতি, আবার আকাশ-পটে
হইল চিত্রিত—

দুরাশার দাস হয়ে

ঠেকেছি কি দায়, আশার মোহিনী বাণী

বড় কষ্টকর, আশার ছলনা হ'তে,
নিরাশার স্পষ্ট কথা শ্রেষ্ঠ শতগুণে,
কিম্বা, আমি কেন বৃথা ভাবি অমঙ্গল,
ইচ্ছা করি, আশা-বন্ধ ভাঙ্গে মূঢ় জন,
ভীরু জন মৃত্যুভয়ে মরে শতবার।

(সহসা ব্যস্তভাবে)

এ কি এ আবার! এই ঘোর কোলাহল
এতক্ষণ পশেনি শ্রবণে!

অয়ে! কোন
বিপক্ষ কি আক্রমণ করিল শিবির?

(ব্যস্তভাবে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী।—

যুবরাজ! এক ভীমকায় বন্য গজ
আসি, পার্ষ্ণিভাগ করিছে পীড়ন, ভয়ে
ছিন্ন ভিন্ন হলো সৈন্যগণ, হয়, হস্তী
ঊর্দ্ধশ্বাসে করিছে পয়ান; ত্বরা প্রভু
করুন উপায়।

অজ।—(উচ্চৈঃস্বরে)

সৈন্যগণ! ভয় নাই,
এই দণ্ডে বন্য গজে করিব সংহার।

(দ্রুতপদে নেপথ্য পানে ধাবিত ও মহান কোলাহল)

(আকাশে দিব্যপুরুষের উদয় ও অজের পুনঃ প্রবেশ।)

অজ।—

কে হে তুমি! তোমারে চিনি না জ্ঞানময়!
কি কারণে, এই সামান্য মানবে আজি
করিতে বঞ্চন মাতঙ্গম রূপে দেব!
ধরাতে উদয়? এ প্রপঞ্চ, অকিঞ্চনে
পারে না বুঝিতে;
দয়া করি কহ দাসে,
প্রভু, সেই ত্রিদেবেন্দ্র দেবেন্দ্র কি তুমি?
যাঁহার মায়ায়, পূর্ব্বপিতামহগণ,
রহিলেন ভস্মীভূত যুগযুগান্তর;
যাঁহার কৌশলে, ব্যর্থ হলো পিতার সে
অসামান্য সমর-কৌশল; সেই রূপ,
আসিলে কি ছলিতে এ জনে? অথবা কি
তুমি সেই বিশ্বপতি দেব জনার্দ্দন?
পূর্ব্বে যবে জলমগ্ন হইল ধরণী,
পৃষ্ঠদেশে তারে তুমি করিলে বহন;
পুনঃ রসাতলে গেলে বসুন্ধরা, তুমি
ভীষণ বরাহমূর্ত্তি ধরি, দন্তপুটে
ধরিত্রীরে করিলে ধারণ; আবার কি
মাতঙ্গমরূপে আসিলে, হে জগদীশ!

জগতের সাধিতে মঙ্গল ? তব লীলা
লীলাময়, কে পারে বুঝিতে !
কিম্বা তুমি
যেই জন হও, অকিঞ্চনে দয়া করি,
অস্ত্রাঘাত-অপরাধ করহ মার্জ্জন,
রঘুসুত অজ, আজি এই ভিক্ষা চায়।

দিব্যপুরুষ।—

নহি আমি হে নরেন্দ্র ! দেবেন্দ্র বাসব,
নহি আমি রমাপতি, নহি মৃত্যুঞ্জয়,
কুবের, আদিত্য আদি অনল, পবন,
কোন জন বলি মোরে ক'রনা সংশয় ;
চিত্ররথ নামে খ্যাত গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
জান তুমি, আমি সখে, তাঁহারি অঙ্গজ,
নাম প্রিয়ম্বদ ; মহাঋষি মতঙ্গের
অভিশাপে মাতঙ্গ আকারে চিরদিন
কাননেতে করিতেছি বাস ; কিন্তু ওহে
জীবন-সুহৃদ্ ! আজি, তব অস্ত্রাঘাতে,
শাপ-মুক্ত হইয়াছি আমি, পাইয়াছি
পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্ব আকার ; কিন্তু এর
প্রতিদান কি দিব তোমায় ? জান তুমি,
দেবযোনি মুখ হ'তে, অনৃত বচন
কভু হয় না বাহির ; আশীর্ব্বাদ করি

মনোবাঞ্ছা তব সখে, হউক সফল—
ইন্দুপ্রভা ইন্দুমতী লাভ হ'ক তব।
যাও সখে, পথে তব ঘটুক কুশল,
গন্ধর্ব্ব-সন্তান তোমা করে সম্ভাষণ।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিদর্ভদেশ—স্বয়ম্বরসভা।

রাজগণ আসীন।

নেপথ্যে গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

আজি রে কেমন মোহন মূরতি,
একই আকাশে শশী দিন-পতি,
হয়েছে উদয়, দেখ ইন্দুমতি!
কমল-নয়নে ও রাজবালা!

চন্দ্র-সূর্য্য-জ্যোতি মণি শত শত,
রত্নরাশি মাঝে বণিকের মত,
বেছে লও আজি নিজ মনোমত,
বিনিময়ে অই কুসুম-মালা!

ত্যজি স্বার্থপর স্বতন্ত্র জীবন,
ধর গো আজিকে জীবন নূতন,
জীর্ণ-প্রাণে আর কে করে যতন,
পরের পরাণ কাড়িয়ে লও।

পরে কর নিজ, নিজে কর পর,
পর-দুখ-সুখে মিলাও অন্তর,
পরে কর নিজ পরাণ-ঈশ্বর,
পরের লাগিয়ে শরীর বও।

নব-রাজ্যে আজি করলো প্রবেশ,
চির দুখময় সে সুখের দেশ,
বার্দ্ধক কিশোরে সদা সম-বেশ,
ক্রোধহিংসা লেশ নাহিক সেথা।

নাহিক সে দেশে কুৎসিত কঠোর,
সকলি সুঠাম, সকলি সুন্দর,
সেই ভাই ভাই তবু মনোহর,
গানে গানে কয় সে দেশে কথা।

নীচ নিজ ভাব নাহিক তথায়,
আপনা ভুলিয়ে পরপানে ধায়,
নিজে দেয় বলি পরের পূজায়,
সে দেশে পূজায় দেবতা পর।

সুখে সুখে সুখে দিবস রজনী
সে সুখের দেশে হয়ে রাজরাণী,
সুখী জনে কহি সুখের কাহিনী,
সুখের সময় সুখেতে হর।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা।—

পুরোভাগে চটুলাক্ষি! দেখ লো চাহিয়ে,
মগধের অধীশ্বর ইনি, গভীরাত্মা
আশ্রিত-পালক; আর রাজকার্য্যে
অতি বিচক্ষণ; পরিপন্থী জনে কালান্তক
শমন সাক্ষাৎ; তেঁই নাম পরন্তপ।
অয়ি নিতম্বিনি! যামিনী কামিনী যথা
ভূষিলেও মনোহর তারকার হারে,
চন্দ্রিকা-আভাসে সুধু হয় দীপ্তিমতী,
সেইরূপ বসুধা যুবতী, থাকিতেও
শত শত নরপতিগণ, এঁর গুণে
খ্যাত রাজন্বতী। ত্যজিয়ে অমরাপুরী
দেব পুরন্দর, প্রবাসী সতত এঁর
যজ্ঞের আহ্বানে। সেই হেতু, মন্দারের
মালা, শোভে না এখন আর, বিরহিনী
ইন্দ্রাণী কুন্তলে। এ বীরেন্দ্রে বাঁধি অই
কুসুম-শৃঙ্খলে, গবাক্ষি-বিলোল-অক্ষি!

কামিনী জনের, ঘুচাও নয়ন-সাধ,
পুষ্পপুরে প্রবেশের কালে।

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(অঙ্গ-রাজকে দেখাইয়া)

এই দিকে,

অঙ্গ-নাথে অপাঙ্গেতে দেখলো চাহিয়ে
ইন্দুমতি! যাঁর রূপে হয় উন্মাদিনী,
অনন্ত-যৌবনা যত অপ্সর-কামিনী,
যেই হরি, শক্রর কামিনী-কণ্ঠহার,
দোলাইলা তাহাদের উচ্চ কুচোপরে,
গজমতি-সম-শুভ্র অশ্রু-মুক্তাবলী।
লক্ষ্মী, বীণাপাণি, চিরদ্রোহিনী সতিনী;
যাঁর গুণে ত্যজি দ্রোহ, এবে প্রণয়িনী;
রূপে গুণে অনুরূপা তুমি, ওলো ধনি!
হও লক্ষ্মী ভারতীর তৃতীয় সতিনী!

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(অনূপরাজকে দেখাইয়া)

অনূপ দেশের পতি এই মতিমান্,
সুবিখ্যাত কার্ত্তবীর্য্য-কুলের প্রদীপ,
প্রতীপ রাজন্। কমলার চপলতা
মিথ্যা অপবাদ, যাঁহার আশ্রয় হেতু;
ক্ষত্র-কুলান্তক ভীম জামদগ্ন্য রামে,

যেই পরাজিলা রণে অগ্নির সহায়ে।
প্রাসাদে মণ্ডিত চারু মাহিষ্মতী পুরী—
নর্ম্মদা-নিতম্বে যার মেখলা সমান—
দেখিবারে বাঞ্ছা যদি তব, প্রতীপের
অঙ্কলক্ষ্মী হও লো সুন্দরি !

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(সুষেণ রাজকে দেখাইয়া)

সুহাসিনি !

নীপবংশ-জাত এই সুষেণ ভূপতি,
সর্ব্বগুণ-বিভূষিত, শান্ত, সুধানিধি-
সম ; সদা মৃদু আশ্রিতের প্রতি ; আর,
শত্রুজনে প্রলয়ের প্রচণ্ড তপন ;
চন্দন-চর্চ্চিত চারুস্তনী নিতম্বিনী
সহ, যাঁর জলকেলী হেতু, শুভে! সেই
মথুরা-বাহিনী শ্যামাঙ্গিনী যমুনার
সুকৃষ্ণ সলিল, রঞ্জিত রক্তিম রাগে ;
তাই বলি, চৈত্ররথ সমতুল্য রম্য
বৃন্দাবনে, সদা এই যুবকের সনে,
কোমল কুসুম-স্নিগ্ধ পল্লব শয়নে,
নবীন-যৌবন সাধ পূরাও ললনে !

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(কলিঙ্গ-রাজকে দেখাইয়া)

অঙ্গদ-মণ্ডিত-ভুজ, হেমাঙ্গদ নাম,
কলিঙ্গের অধিপতি এই ;—মহাবীর্য্য,
মহেন্দ্রপর্ব্বত সম বিক্রমে অটল ;
অম্বু-নিধি বৈতালিক সম, গান সদা
গুণাবলী যাঁর ; রসবতি ! সুখময়
রম্য বেলাভূমে, এই যুবকের সনে,
মর্ম্মরিত তালীবনে, কর লো বিহার ;
আবার সুদতি ! বসি হর্ম্ম্য বাতায়নে,
সাগর-লহরী লীলা দেখিতে দেখিতে,
লবঙ্গ-কুসুম-গন্ধি মারুত-হিল্লোলে,
ঘুচাও বিহার-ক্লান্তি স্বেদ-বিন্দুলেখা।

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(পাণ্ড্যরাজকে দেখাইয়া)

এ দিকেতে চকোরাক্ষি ! দেখলো চাহিয়ে,
পাণ্ড্যদেশ-অধিপেরে ; কণ্ঠেতে লম্বিত
যাঁর মরকত মণি, হরিচন্দনেতে
লিপ্ত সকল শরীর ; দুর্জ্জয় রাবণ,
যাঁর ভয়ে, হ'য়ে সশঙ্কিত, মিত্রভাব
করিয়ে স্থাপন, চলি গেলা সুরপুরে
ইন্দ্রের বিজয়ে ; অয়ি চন্দ্রাননি ! এই
রাজ-শার্দ্দূলেরে, তুমি দান করি পাণি,
দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের হও লো সঙ্গিনী।

(রত্নাকর মেখলা যাহার) বিলাসিনি!
যথায় তাম্বুলবল্লী পুগতরুবরে,
চন্দনেরে এলালতা করে আলিঙ্গন;
মলয়-প্রদেশে সেই তমালের বনে,
মনসুখে দিবানিশি কর লো রমণ;
ইন্দীবর-শ্যাম এই পুরুষ রতন,
তুমি ধনি, গোরোচনা সমান গৌরাঙ্গী;
অয়ি সুহাসিনি! তাই মিলি এঁর সনে,
দেখাও বিদ্যুত-লীলা ঘনবর-শিরে!

ইন্দুমতী।—(প্রণাম ও গমন।)

সুনন্দা।—(অজকে দেখাইয়া)

অয়ি বালে! সাধারণ নহেন এজন;
জন্ম এঁর ভাস্করের কুলে; এই কুলে,
পুরাকালে, রাজা পুরঞ্জয়, বৃষরূপী
ইন্দ্রস্কন্ধে করি আরোহণ, দৈত্যকুল
করিলা বিজয়; তাই হলো কাকুৎস্থ
আখ্যাত; মহারাজ কাকুৎস্থ অন্বয়ে,
জন্মেছিলা দিলীপ ভুপাল, সহস্রাক্ষ
মনোরক্ষা হেতু, যে করিলা এক-ঊন
শত অশ্বমেধ; সতি! যাঁহার শাসনে,
কেলিস্থলী অর্দ্ধপথে সুপ্তা নর্ত্তকীর
বক্ষের বসন, বায়ুদেব আপনি ও

ভীত, ভ্রমে করিতে কম্পিত ঃ কোন প্রাণে
পরধনে প্রসারিবে হাত চৌর ? তাঁর
পুত্র ইন্দ্রজয়ী রঘু মহারাজ ; কীর্ত্তি
তাঁর কে পারে বলিতে ? বিশ্বজিত যজ্ঞ
পূর্ণ করি, অদরিদ্রা করিলা পৃথিবী ;
যুবরাজ অজ, শুভে !, তাঁহারি অঙ্গজ ;
রূপে গুণে পিতৃ অনুরূপ, দীপ হ'তে
প্রজ্বলিত দীপান্তর যথা উদ্দীপিত ;
অনঙ্গ-নিন্দিত অঙ্গনা-মোহন কান্তি ;
নবীন বয়স, আর বিনয়াদি গুণে,
সর্ব্ব অংশে তব অনুরূপ ; তেঁই যুনি,
এ নবীন জনে তুমি হও লো সদয় ;
মণিতে কাঞ্চন-কান্তি কর সংঘটন।

(ইন্দুমতীকে আসক্তা দেখিয়া)

সুনন্দা।—(সহাস্যে)

মিছা মিছি কি ফল দাঁড়ায়ে তবে আর ?
অন্য ভূপ সম্ভাষণে চল লো সুন্দরি,
নাহি ধরে মন যদি এ জনের প্রতি।

ইন্দুমতী।—(কুটিল দৃষ্টি)

সুনন্দা।—

উচিতে উচিত যদি না হ'ত ঘটন,
কি হইত ফল তবে, বিধির আয়াস-

সাধ্য নির্ম্মাণ-কৌশলে ? ইন্দুমতী বড়
ভাগ্যবতী, লভিয়াছে হেন জন পূর্ব্ব-
কর্ম্ম ফলে ; কিম্বা কুমুদিনী, ভ্রমেও কি
খুলে আঁখি নক্ষত্র-আলোকে ? জাহ্নবী কি
সিন্ধু ত্যজি ধায় ক্ষুদ্র হ্রদে ?

(রমণীগণের গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

মঙ্গল-বিভাষ—দাদ্‌রা।

সুখের তপন সখি! উদিল লো এতদিনে,
সুখে থাক সুখময়ি হৃদে রাখি সুখীজনে !
বিরহ-বেদন, জেন না কখন,
প্রাণের প্রাণ সহ মিলি থাক প্রাণে প্রাণে।
বিধির কৌশলে, ঘটেছে কপালে,
জেনেছিল বিধি কিলো মনোরথ মনে মনে।
কুসুম-বন্ধনে, বাঁধিয়ে যতনে,
পর গলে গাঁথি মালা ওলো সখি সাবধানে।
পরম আদরে, হৃদয়-পিঞ্জরে,
(পূরি,) শিখে দিও প্রেমগাথা প্রিয় শুক-
কাণে কাণে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

অজ ও ইন্দুমতী।

(রমণীগণের গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

লুম-ঝিঁঝিঁট—দাদ্‌রা।

চল সখি, ফুলসাজে করি লো সাজন,
সাধিবে রতিরে আজি আপনি মদন।
কুঞ্জে কুঞ্জে ঝিল্লীগণ, করে সুধা বরিষণ,
ভ্রমরা কুসুম শাখে করিছে গুঞ্জন।
মধুর মলয়ানিলে, শিহরি কুসুম-কলি,
মুছিয়া নীহার-ধারা খুলিল বদন।
সাজিয়ে কুসুম-সাজে, লতা-বধূ তরুরাজে,
দেখ লো সঘনে আজি করে আলিঙ্গন।
পাপিয়া কোকিলা সুরী, তুলিয়ে স্বর-লহরী,
সখিরে, আনন্দে আজি ভাসায় গগন।
ফল ফুল পল্লবেতে, কুঞ্জ রচি মনোমতে,

চল সবে কাননেতে করি পূজা-আয়োজন।

অজ।—(ইন্দুমতীর প্রতি)

অয়ি প্রিয়ে! নিতি নিতি হেরি কুঞ্জবন,
হেন মনোলোভা শোভা, দেখি না কখন,
তরু লতা যেন সাজিয়ে কুসুম সাজে,
মনের হরষে, বনদেবী বলি তোমা
করে সম্ভাষণ; কিম্বা তব সমাগমে,
(সঞ্জীবনী-মন্ত্রবলে যেন) শুষ্ক তরু
ধরে ফুল সাজ; সাজিল নিলীন লতা
নবীন পল্লবে।

ইন্দুমতী।—

কোন্ গুণে, অয়ি নাথ!
বাড়ালে দাসীর মান এত? কিম্বা আর
গুণে কিবা কাজ? যে রবির করে হাসে
কমলিনী, ফুটে না কি সেই রবি-করে
তুচ্ছ শৈবাল-কুসুম? সম্ভাষে সাগর,
কর্ম্মনাশা জাহ্নবীরে সম সমাদরে।

অজ।—

নয়নের মণি, হৃদয়-দেবতা তুমি
মোর, এস হৃদে করিব স্থাপন; প্রিয়ে!
মুক্তা হেতু শুক্তির আদর, ফণি-শিরে
থাকে মণি, খনি-গর্ভে জনমে রতন।

ইন্দুমতী।—

নাথ! ক্ষম অধিনীরে, রমণী-জীবন
দুঃখময় কেন বলে লোকে? মূঢ় তারা,
নাহি জানে কি যে সুখ এ মর জগতে;
কেমনে হৃদয়-বেগ জানাব তোমারে?
অয়ি নাথ! অন্ধে কি উষার জ্যোতি পায়
দেখিবারে, নাথ! সেই পোড়া বিধি, হায়
কেননা রমণী করি স্থজিল তোমারে!

অজ।—

তব সুখে সুখ মম, জীবনে জীবন,
প্রাণাধিকে! ভিন্ন সুখে নাহি প্রয়োজন;
তুমি যে আমায় সুখী—এই সুখে মম
উথলিয়ে উঠিতেছে সুখের সাগর!

ইন্দুমতী।—

হইয়াছে; আর নাথ নাহি প্রয়োজন,
জীবন-উদ্দেশ্য মম হয়েছে সফল,
এখন জীবন সুধু অবশিষ্ট ধন।
আজি যদি এ সুখের দিনে, নাথ, এই
সুখের সাগরে ডুবি বাহিরায় প্রাণ,
মম সম ভাগ্যবতী কেবা তবে আর?

অজ।—

কেমনে কহিলে হেন নিদারুণ বাণী

অয়ি সুকঠিনে! প্রাণ দিয়ে অজের কি
এই পুরস্কার? মন প্রাণ সঁপিলাম
যায়, হায়, সেই কোন্ দোষ পেয়ে আজি
উৎসৃষ্ট করে তাহা ত্যজিয়ে পলায়?

ইন্দুমতী।—

অয়ি নাথ! কেন আজি হইলে এমন,
সুখের সাগরে ভাসি, সুখ-ভরে হয়ে
মাতোয়ারা, না বুঝিয়া অপরাধ ক'রে
থাকি যদি, বড় ভালবাস তুমি মোরে,
তেঁই আজি ক্ষম নিজ জনে।

অজ।—

প্রাণাধিকে!
অজের জীবন-সঞ্জীবনি! কোন্ যুগে
নরভাগ্যে, ঘটিয়াছে সৌভাগ্য এমন?
তেঁই আমি সতত শঙ্কিত, সুধাসহ
সুখের সাগর, পাছে উগরে গরল!!

(আকাশে বীণাযন্ত্রে নারদের শিবস্তুতিগান।)

পরজ—পটতাল।

জয় শিব শঙ্কর,
যোগী যোগীশ্বর,...
জয় জয় জয় ত্রিপুরারে।

ভস্ম-বিলেপিত,
ফণি-বিমণ্ডিত,
জয় শিঙ্গা-ডম্বরু-ধারে।
রজত-শেখর,
শুভ্র কলেবর,
জয় জয় জয় দিগম্বরে।
জয় বৃষভলাঞ্ছন,
শম্ভু সনাতন,
চন্দ্রমা-চূড়ক-ধারে।
জয় নীললোহিত,
ত্রিলোক-পূজিত,
ত্রিলোক-সংহার-কারে।
ভুবন-পালক,
ভুবন-নাশক,
অখিলভুবনাধারে॥

(ইন্দুমতীর বক্ষে মালা পতিত ও তাঁহার মোহ, তৎসঙ্গে অজের মূর্চ্ছা। উভয়কে মূর্চ্ছিতাবস্থায় লইয়া সখীগণের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

ইন্দুমতীর মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া অজ এবং চতুর্দ্দিকে সখীগণ উপবিষ্ট।

অজ।---

প্রেয়সিরে! সত্যই কি ত্যজি অভাগারে,
চির দিন তরে আজি করিলে পয়ান?
অথবা সংশয় কিবা তায়? মূর্খ আমি,
ভিক্ষুকের সহিবে কি মহারত্ন-লাভ?
চণ্ডালের বেদপাঠ সয়েছে কোথায়?
উঠ প্রিয়ে, খুল আঁখি, ঘুমিও না আর,
এই দেখ তব সেই জন, তিলমাত্র
না হেরিয়া যায়, তুমি হইতে চঞ্চল,
এবে পড়ে ভূমে তব পদতলে।

অজ।---(কিয়ৎক্ষণ পরে)

হায়!

কুসুমমালিকা যদি শরীর সঙ্গমে,
প্রেয়সি রে! হলো তব জীবনহারিণী,
রে বিধাত, নিদয়-হৃদয়, আজি হ'তে

তব, আর কি না হলো বিনাশসাধন!
কিম্বা, এই বটে নিয়তির ক্রম, বুঝি
মৃদুর সঙ্গমে মৃদু হারায় জীবন;
সুকোমল শিশির সঙ্গমে, নিমীলিত
কমল-কানন।

অজ।—(ক্ষণ পরে)

আর, এই মালিকাই
প্রাণহারী যদি, হায়, আমি কত যত্নে
হৃদয়েতে রাখিতেছি এরে, তবু কেন
না হয় মরণ? অথবা কখন, বিষ
হয় অমৃত সমান, অমৃত গরল
কভু বিধির ইচ্ছায়;

অথবা কি মম
ভাগ্যদোষে আজি ফুলমালা তুমি, বিধি,
করিলে অশনি; আর, এই উচ্চতম
তরুশির ত্যজি, আশ্রিতা-লতিকা-প্রাণ
করিলে সংহার?

অজ।—

হায়, একি ভাবান্তর!
অজের সহস্র অপরাধ ক্ষমিয়াছ
তুমি, প্রিয়ে, অম্লান বদনে; অকস্মাৎ
কি ভাবিয়ে আজি, বিনা দোষে সেই জনে

কর না সম্ভাষ ?

অজ।—

প্রেয়সি রে ! নিতান্তই

তুমি, কপট-হৃদয় বলি জেনেছিলে

মোরে ; তা না হলে, চিরদিন তরে তুমি

হইলে বিদায়, কিন্তু এ জনেরে চেয়ে,

মুখ তুলি, কিছুই না করিলে জিজ্ঞেস !

অজ।—(বক্ষে হস্ত দিয়া)

রে হত হৃদয় ! প্রেয়সীর অনুগামী

হয়েছিলি যদি, কেন রে ফিরিলি তবে,

বিনে সেই জীবন-প্রতিমা ? সহ এবে

সমুচিত প্রতিফল তার।

অজ।—(মুখপানে চাহিয়া)

অয়ি প্রিয়ে !

এখনো বিহার-ক্লান্তি স্বেদ-বিন্দু-লেখা

তোমার এ মুখপ্রান্তে রয়েছে লম্বিত।

কিন্তু এই মুহূর্ত্ত ভিতরে হারালে চেতনা

তুমি জনম মতন ! অহো ! ধিক এই

ক্ষণস্থায়ী শরীরী জীবনে।

অজ।—(কবরীর প্রতি চাহিয়া)

প্রাণাধিকে !

কুসুম-খচিত তব সুনীল কুন্তল,

মারুত-হিল্লোল-ভরে হইলে কম্পিত,
ভাবি মনে, বুঝি তুমি পাইয়ে চেতন
আবার, জীবিতেশ্বরি ! হলে জাগরিত।

অজ।—(অন্যদিকে চাহিয়া)

এলায়েছে কবরীবন্ধন ; নাই সেই
মধুর বচন, চারু অধর যুগলে ;
নিশাকালে নিমীলিত পঙ্কজ মতন,
হইয়াছে প্রিয়ে, তব বদন-কমল !

অজ।—(নিজের প্রতি)

দিবা অন্তে নিশীথিনী পায় নিশাকরে ;
নিশি শেষে চক্রবাক মিলে দয়িতারে ;
তেঁই সে বিরহ-ব্যথা পারে সহিবারে !
কিন্তু, প্রিয়ে, এই জন চিরদিন তরে
তোমার বিরহ-ব্যথা সহিবে কি ক'রে ?

অজ।

প্রবাল-রচিত চারু কোমল শয্যায়
শয়নে যে কম অঙ্গে হইত বেদন,
অহ অহ ! সে কুমার দেহ আমি কোন্
প্রাণে ধরি, ভীম চিতার অনলে আজি
করিব অর্পণ !

অজ।—(গদগদস্বরে)

অয়ি প্রিয়ে, তুমি মম

প্রবোধের তরে, সঁপে গেছ কোকিলারে
অমিয় বচন ; কলহংসিনীরে, সেই
মদজন্ত অলস গমন ; হরিণীরে
বিলোল ঈক্ষণ ; মলয়-বিধূত চারু
পুষ্প লতিকারে, বিলাস-বিভ্রম ; কিন্তু
তায় এ পরাণ মানে কি বারণ ?

অজ। (সহকারের দিকে চাহিয়া)

এই
সহকার ফলিনীরে তুমি, প্রিয়ে, দিতে
চেয়ে বিয়ে, সেই বিবাহ-উৎসব নাহি
করি সমাপন, উচিত কি অসময়ে
পয়ান তোমার ?

অজ। (বকুলের মালার প্রতি)

এই তুমি মম সনে
মন কুতুহলে, সুরভি বকুল ফুলে
গাঁথিলে মেখলা, তাহা না হইতে শেষ,
কি ভাবি হইলে চিরনিদ্রায় মগন ?

অজ। (অশোকতরুর প্রতি)

তোমার দোহদ হেতু অশোক পাদপ,
অচিরে করিবে যেই কুসুম উদ্গম,
তব ভালবাসা সেই নবীন কুসুমে
কেমনে করিব তব প্রেতের তর্পণ !

অজ।

প্রেয়সি রে! তুমি আমার অধর-শীধু
করিয়ে আস্বাদ, শেষে এই অশ্রুদুষ্ট
জলাঞ্জলি, কি প্রকারে করিবে রে পান?

অজ।

সম দুঃখ-সুখ-ভাগী সখীজন তব;
পুত্র প্রতিপদ শশী; আমি একমাত্র
তোমাতেই রত; অয়ি প্রিয়ে, তবু তুমি
সাধিলে আজিকে এই দারুণ ব্যাপার!

অজ।

প্রেয়সি রে! ছিলে তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
গৃহে লক্ষ্মী, বিপদে বান্ধব, রহস্যেতে
নর্ম্মসখী, সঙ্গীতে সঙ্গিনী, আদরেতে
মাতৃসমা, স্নেহে সহোদরা, সেই তোমা
দুষ্ট কাল করিয়ে হরণ, আজি কি না
মম করিল হরণ?

অজ। (গদগদস্বরে)

ধৈর্য্য আর নাহি
ধরে প্রাণ, রুচি নাই এ ছার সংসারে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে আর ডুবে না হৃদয়,
বিষ হলো বসন্ত-উৎসব, শূন্য হলো
সে সুখের শয়ন-আগার!

অজ।—

ফুরাইল

অজের জীবন-সাধ আজি হ'তে, শেষ

হলো সুখের স্বপন, জীবনে মরণ

যদি হলো, প্রাণ কেন না হয় বাহির?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ত্রিদিবের একপার্শ্ব।

(হরিণী আসীনা ও বিষণ্ণমনে গান)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেমনে হৃদয়-জ্বালা করিব গোপন ।
বসনে কি ঢাকা কভু থাকে হুতাশন ?
অন্তরে অনল রাশি, মুখে হাসি কাষ্ঠ হাসি,
স্বর্গের সুখেতে মোরে করে জ্বালাতন ।
দুঃখে যেই জর জর, সুখ কি সাজিবে তার,
সে সুখ তাহার আরো অসুখ কারণ ।
সুখের নন্দনবন, হলো বিষ-দরশন,
অমরানগরী হলো বিকট শ্মশান ।
পাসরিতে চাহি যারে, হৃদে সদা দেখি তারে,
তারে পাসরিতে গিয়ে পাসরি আপন ।

(রতির প্রবেশ)

রতি।—

একি লো হরিণী সই, কেন তোর হলো

কিলো আজ, ভুগিয়ে মর্ত্তের জ্বালা, যুগ
যুগ পরে অমরা নগরে আসি,——দুঃখ
যথা নাহি পায় স্থান, কেন লো মলিন
মুখে, সখি, একাকিনী রহিয়াছ বসি ?

হরিণী।—(চকিত ভাবে)
হাঁ লো সই, ভাল আছ তোমরা সকলে ?
অনঙ্গের অঙ্গের কুশল ?

রতি।—
প্রিয়সখি !
স্বর্গের কুশল চিরকাল ; কিন্তু সই,
কেন তোর হেরি এই ভাব ? নাই সেই
চল দৃষ্টি, হাসি হাসি মুখ, চঞ্চলতা
ত্যজি যেন হয়েছ গম্ভীর, মনে যেন
কত চিন্তা কতই উদ্বেগ, দুঃখে যেন
রয়েছ ডুবিয়ে ; সখি, উঠ ত্বরা করি,
পারিজাতে লুকোলুকি করিব এখনি,
অথবা চাঁদের সুধা করিব আস্বাদ,
কিম্বা চলা, মন্দাকিনী-সুবর্ণ-সৈকতে
করিগে সলিল-কেলী অপ্সরা সকলে ;
অথবা আকাশ পথে উঠে, দেখি গিয়ে
দেবরূপ নবীন নয়নে ; চল সই,
নিজ হাতে বেছে দিব মনোমত জনে।

হরিণী।—

আজি, সই, একি জ্বালা ঘটিল আমারে,
আগে যাহা ভাসিতেম ভাল, এবে তাহা
হলো বিষময়; অপ্সর বৈভব যত,
সব হলো দুঃখের কারণ, স্বর্গ মম
হইল নরক; আহা কত সুখে ছিনু
পৃথিবীতে; মনে লয় সেই স্বর্গ, এই
ধরাতল।

রতি।—(উচ্চহাস্যে)—

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি সই!
মানুষ নাগরে তোর পড়িয়াছে মনে।
বলি, কেন সই, মানুষে যতন, এই
দেবরূপে উঠেনা কি মন? চিন্তা কি লো!
আপনি বাসবে, সখি, যদি ইচ্ছা হয়,
এই দণ্ডে ক'রে দিই তব আজ্ঞাকারী;
শচী পাছে ঘটায় জঞ্জাল, এ ভাবনা
কর যদি মনে, শশাঙ্কের অঙ্ক কিলো
নহে সুখকর? অথবা কলঙ্কী জনে
না উঠিলে মন, সখি, কুমার কুমার
চিরকাল, ভৃঙ্গসম ভিক্ষা করি ফিরি
ঘরে ঘরে, তারে কেন কর না সেবক?
অথবা ভিক্ষুকে যদি মন নাহি উঠে,

(ভিক্ষুকের সদা অনাদর) তবে তাও
বলি সখি, দেখ যদি মনে ধরে, এনে
দিই আমার সে পোড়া মদনেরে।

হরিণী।—

ওলো!

সুরসিকা তুমি সই অনঙ্গ-রঙ্গিণি
চিরকাল; রতি নাম যেন রসে ভরা;
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর নারী, নিজ হাতে
নাচাও সকলে, ভাঙ্গ গড় সকলি তো
তোমরা দুজন; তোরে বলিব কি সই,
সে কালের দেবরুচি নাহি মোর আর,
সহস্রাক্ষ ইন্দ্রে মম নাহি প্রয়োজন;
কলঙ্কী শশাঙ্কে প্রেমভরে ওলো সই
চাহি না ভুগিতে আমি সপত্নীর ভাগ;
ষড়ানন সেনানী কুমার, এক মুখী
আমি সখি, বল কেমনে হইব সুখী
তার সম্মিলনে? আর সই, তোর সেই
অঙ্গহীন অনঙ্গের সাথে, শরীরীর
কোন্ কালে হয়েছে বিলাস?

রতি।— তবে কিলো

সত্যই মজিলি তুই মানুষের প্রেমে?
বল সখি, কিবা নাম কি গুণ তাহার?

হরিণী।—

কেন সখি, মিছা আর কর বিড়ম্বনা,
রতি আর মদনের কি আছে অজ্ঞাত?
বলিব কি, দিবানিশি ভাবি সেই জনে,
প্রাণ মোর হলো ওষ্ঠাগত, ইচ্ছা করে
এই দণ্ডে যাই চলি মরত ভবনে,
তোমাদের স্বর্গ-সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি।

রতি।—

অজরাজে চিনি আমি, সই, খনিগর্ভে
জনমে রতন, তেঁই জন্ম পৃথিবীতে
তাঁর; সখি! তুমি আমি অপ্সরা কি ছার,
শচী লক্ষ্মী আদি করি আদরিবে তাঁয়;
হেন জনে কেন না মজিবে মনপ্রাণ?
ওলো সই, নাহি জানি তোরে হারা হয়ে
প্রিয়সখা কি প্রকারে আছেন এখন!

হরিণী।—

মাথা খাও তাহা আর বলো না সজনি!
সে কথা হইলে মনে, আমি আপনাকে
পাসরি আপনি, জ্ঞান বুদ্ধি লজ্জা ভয়
সকলি হারাই; সঙ্গিনীরা কত যে কি
করে উপহাস, মৃত্যু নাই, তেঁই বাঁচে
প্রাণ। (হস্তদ্বারা মুখ আবরণ)

রতি।—

ক্ষান্ত হও করোনা রোদন, আজি
তোর কান্না দেখি সই বড়, কান্না পায়,
সুখী জন পর দুঃখ বুঝিতে কি পারে?
এ যাতনা আমি সই জানি ভাল রূপ।
তুমি হয়ো না ব্যাকুল, দেখ, দেব চক্রে
সেই জনে আনি সুর-পুরে, সমর্পিব
ফণিনীরে হারাণ রতন।

হরিণী।—

ওলো সই,

বৃথা কেন আশা দিয়ে ছল এ জনেরে?
মরার উপর খাঁড়া সহে না আমার!

রতি।—

রতির ক্ষমতা, সখি, জাননা কি তুমি,
তবে কেন বলিছ এমন? একেই ত
জ্ঞানহারা হয়েছে সে জন, তায়, আমি
গিয়ে আরো, অনলেতে ঘুটিব পবন।
আর তুমি, সই, নিশিশেষে গিয়ে, নিত্য,
স্বপ্নাবেশে তার সনে করিও বিলাস।

হরিণী।—

অনঙ্গ রঙ্গিণী তুই, সই, তেঁই তোর
হেন অভিলাষ।

রতি।—

জ্ঞান বুদ্ধি সকলি কি
লোপ হলো তোর ? একেতে বুঝিস্ আর !
ভালতেও করিস্ সংশয় ; ওলো সই,
স্বপ্নযোগে দেখিয়ে তোমায়, অজরাজ
একবারে হবেন বিহ্বল, তার পর,
আমার কৌশলে, সরযূর নীরে ত্যজি
নশ্বর শরীর, অচিরে অমরাপুরে
হবেন উদয়।

হরিণী।—

সখি ! কাজ নাই তায় ;
মর্ত্ত্যলোকে চিরদিন থাকুক সে জন,
কাণে তবু শুনিব কখন, কুশলেতে
রয়েছেন আমার সে জন !

রতি।—

পাগল কি
হলি তুই ? সই, হেমন্তে ত্যজিয়ে জীর্ণ
ত্বক, ভুজঙ্গ বসন্তে যথা, নব বলে
হয় বলীয়ান্, নরদেহ সেইরূপ
ত্যজি অজরাজ, শোভিবেন দেবরূপে
দেবের সমাজ।

হরিণী।—

সখি, এ আশ্বাস মোর
পক্ষে নিশির স্বপন।

রতি।—

হরিণী লো, তোরে
নিয়ে পড়েছি কি দায়, মানুষের সঙ্গে
থাকি থাকি, পেয়েছিস্ তুই সেই
মানুষ-স্বভাব ; ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের
মত, কিলো, ভবিষ্যতে অন্ধ তুই হলি
একবারে ? উঠ, সখি, চল ত্বরা করি,
মন্ত্রণার ফললাভে করি গে উপায়।

ঝিঁঝিট—একতালা।

উঠ লো হরিণী, হয়ে উল্লাসিনী,
আনন্দ মন্দিরে চললো চল।
বিষাদ ভুলিয়ে, আমোদে মাতিয়ে,
যৌবন-গরবে হইয়ে ঢল।
বিষাদ-রজনী, আজি রে সজনি,
দেখিতে দেখিতে হইবে ভোর।
মলিন অধরে, নবীন নধরে,
হাসির আলোক খেলিবে তোর।

কর' না ভাবনা, পূরিবে বাসনা,
ধরার সুখ কি অমরে নাই।
আজি রে ফণিনী, পাবে হারা মণি,
কলপমূলেতে মিলিবে সেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিদেবের একপ্রান্ত।

(অজ একাকী আসীন।)

(গান করিতে করিতে উর্ব্বসীর প্রবেশ।)

সুরট-মল্লার—আড়াঠেকা।

সে দেহ সুষমা-রাশি পঞ্চভূতে মিশি গেছে,
হে বিদেশি, তার আশা কেন আর কর মিছে ;
অধরে মুকুতা-পাঁতি, নয়নে অরুণ-ভাতি,
অলক্ত অধর দিয়ে নব প্রবাল গড়েছে।
মোহন বদন ছাঁদে, গড়েছে শরত চাঁদে,
কুন্তলেতে কাদম্বিনী, ভুজে মৃণাল হয়েছে।
চরণেতে শতদল, হৃদয়ে দাড়িম্ব ফল,
করেতে চম্পককলি, কপোলে গোলাব রচেছে।

উর্ব্বসী।—

হে বিদেশি! কেন বসি একাকী এখানে,
ম্লানমুখে? উঠ ত্বরা, উঠ প্রিয়তম,
মনের উল্লাসে, চল ত্বরা সম্ভাষিতে
দেবেন্দ্র-মহিষী।

অজ।—

একি সেই নয়নের

ধাঁধা ? হায়, প্রাণান্তেও ত্যজে না স্বপন !

উর্ব্বশী।—

হে বিলাসি ! কি বলিছ প্রলাপ মতন,

স্বপ্ন কোথা ? দেবেন্দ্রাণী শচীর আদেশে,

আসিয়াছি লইতে তোমায়; সখী বলি

জেন সঙ্গিনীরে।

অজ।—

হে সুন্দরি ! সত্যই কি

দেবেন্দ্রাণী এত দয়াবতী মোর প্রতি ?

কিম্বা তায় নাহিক সংশয়; হীন জনে

উদারতা, মহতের রীতি চিরকাল।

(উত্থান।)

উর্ব্বশী।—(পথ দেখাইয়া)—

এস, সখে, এই পথে পথে।

অজ।—(কিছু দূর যাইয়া)—

একি, সখি!

সহসা হইল কেন হেন ভাবান্তর ?

শোক দুঃখ যত ছিল, হলো বিদূরিত;

পশিলেম যেন চির সুখের সাগরে !

সখি, শুনিয়াছি নন্দন-কানন-কথা

ঋষিমুখে,—শোক, ক্ষোভ থাকে না তথায়,
সদা আনন্দ উৎসব ; কৃপা করি কহ
শশীমুখি ! এ কি সেই স্বর্গীয় উদ্যান ?

উর্ব্বশী।—

কেন সখে ! দেখেও কি পার না বুঝিতে ?
দুখ-ভরা ধরার মতন, নাই হেথা
প্রাবৃট, শিশির ; বসন্তের চিররাজ্য ;
টলে না কুসুমদল ; খসে না পল্লব ;
নিশিতে ও ফুটে পদ্ম ; কুমুদিনী দিনে ;
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্বে কি কাজ, পশু পাখী
বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন, প্রেমমন্ত্রে
সবাই দীক্ষিত ;

অই দেখ সন্তানক
বাহু প্রসারিয়ে, ফুলময়ী মাধবীরে
সাধিছে কেমন ! আর একই কুসুমে,
ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী, মনোরঙ্গে, মধুপান করি,
কেমন সুখেতে, দেখ করিছে গুঞ্জন !
কৃষ্ণসার এ দিকে আবার, স্পর্শ সুখে
মুদ্ধনেত্রা মৃগীর শরীর, অগ্রশৃঙ্গে
ধীরে ধীরে করে কণ্ডুয়ণ। আর দেখ,
পদ্মগন্ধি সুশীতল সলিল গণ্ডুষ,
গজ মুখে গজ-প্রিয়া দিতেছে ঢালিয়ে

রসভরে। হেথা চক্রবাক, অর্দ্ধভুক্ত
পদ্মনাল ধরি, কত যত্নে বধূমুখে
করিছে অর্পণ। গীতশ্রমে স্বেদবিন্দু
হয়েছে উদয়, তায়, পত্রলেখা কিছু
উদ্ভাসিত, পুষ্পাসবে বিবশ নয়ন
কিন্নরীর বদন-কমল, অই দেখ
কিম্পুরুষ চুম্বিছে কেমন; কত আর
দেখিবে দুজন, সখে, নন্দনে আনন্দ
অনুক্ষণ, প্রেম ছাড়া নাই হেথা কথা।

(২য় গৌণ দৃশ্য।)

উর্ব্বশী।— সায়াহ্নের শুক্রতারা বলিতে যাহারে,
মিথ্যাকথা! সে আমার অনুরাধা সই,
অই দেখ, জ্যোতির্ম্ময়ী বসিয়া এখানে,
লোক হিতে সদা অনুরত, দিবা অন্তে,
তিমির গ্রাসিলে ধরাতল, সখে, ইনি
প্রতিদিন প্রদোষেতে হইয়ে উদয়,
ক'রে দেন জীবলোকে দৃষ্টি চলাচল,
আর, শান্তি কোলে ঘুমালে জগৎ, শেষে
নিশীথে চলিয়া যান পতি সন্নিধান।

(৩য় গৌণ দৃশ্য।)

উর্ব্বশী।— প্রিয়তম! চিনিলে কি কে বসি এখানে,
তোমাদের উষার সে সুখ তারা এই,

আমাদের রত্নবতী স্বাতী, অনায়াসে
নিশি শেষে ত্যজিয়ে প্রাণেশে, এই আসি
উষা-শিরে হলেন উদয়, ভ্রান্ত জনে
জানাইতে পন্থা পরিচয়, নাই সেই
আরক্তিম উজ্জ্বল বরণ, পাণ্ডুবর্ণ
হয়েছে কপোল, তথাপি কেমন, দেখ,
হাসিতে মৌক্তিক ঝরে, কাঁদিতে কাঞ্চন।

(৪র্থ গৌণ দৃশ্য।)

অজ।—(চমকিত)—

উর্ব্বশী।—

প্রিয়তম! কেন হেন হলে চমকিত!
নয়ন কি ধাঁধিল তোমার? এর কিছু
নব নয়, স্থলভেদে দেখ অন্যরূপ;
কৃত্তিকা, রোহিণী আদি করি, শশাঙ্কের
অঙ্কশায়ী রূপসী সকলে, এইখানে
মিলায়েছে রূপের বাজার; কেহ নাচে,
কেহ গায়, কেহ মত্ত শীধু পান করি,
কেহ তুলি কুসুম সম্ভার, ফেলি দেয়
হাসি হাসি অপরের গায়, কেহ আনি
চন্দ্ররশ্মি লুকোলুকি করে, কেহ কেড়ে
লয় তাহা; বিপুল যৌবনমদে মাতি,
কেহ বা ঢলিয়ে পড়ে নীরদ শয্যায়;

কেহ আসি পুনর্ব্বার কোলে তুলে তার ;
এই রঙ্গ নিত্য নিশাকালে, ক্ষণদৃষ্টি
মানুষ সকলে, ইহাকেই ছায়াপথ
বলে।

(৫ম গৌণ দৃশ্য।)

উর্ব্বসী।—

এই সখে, তোমাদের উদীচ্যের
ধ্রুবতারা, আমাদের অরুন্ধতী সতী,
জ্যোতির্ম্ময়ী সূর্য্যের মতন, সপ্তঋষি
মধ্যে বিরাজিত, ঘুরিছে তারকা, পৃথ্বী,
ঘুরিছে জগৎ, গ্রহ উপগ্রহ যত
নিজ কক্ষে করিছে ভ্রমণ, কিন্তু সতী
সতত অটল, কার সাধ্য পদমাত্র
করিবে স্খলন, পৃথ্বীতলে নরনারী
উপদেশ তরে, নিত্য নিশাকালে সতী
হইয়ে উদয়, সতীত্ব-মাহাত্ম্য লোকে
করেন কীর্ত্তন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাপুরী—নন্দনের এক প্রান্ত।

(একটী অপ্সরার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

বেহাগ—কাওয়ালী।

সজনী রজনী আজি সাধিছে কাহায়?
গগনে খেলিছে শশী, মেঘ সনে মিশি মিশি,
ফুটন্ত তারকা রাশি জগত হাসায়!
বিহঙ্গ জন মানব, নীরব যেন নিৰ্জ্জীব,
কেবল ঝিল্লীর রব জগত জাগায়!
মধুর মলয়ানিল, চুমি চমি ফুল দল,
ফুটায়ে কোরক জাল মাতিয়া বেড়ায়—
ভাবুক পাদপগণে, নীরবে কার চরণে,
অর্পিছে কুসুম ভার, চিন কি তাহায়?

(অপর অপ্সরার প্রবেশ)

২য়া। এত দ্রুত চুপি চুপি,
আজ কোথা তুই যাস্ লো সৈ?
দেখেও না দেখিস্ চেয়ে

(যেন) কোন কালে চেনা নই।

১মা। গিরিশিরে, সাগর তীরে,
বনের ধারে লোকের মাঝ,
আগুন জলে তুচ্ছ করি,
রচি সদা শচীর সাজ।

২য়া। কি কি তাহা বলি দেনা ?

১মা। কেন তাহা নাই কি জানা !
সুখ তারার আগে আগে,
উঠি আমি সকাল বেলা,
ফুলের দলে, ঘাসের আগে,
গাথ্‌বো কত মুক্তা-মালা।

২য়া। উলুবনে মুক্তা ফেলা,
তবে কিলো এত জ্বালা !

১মা। ও লো সখি রঙ্গ রাখ্‌,
সঙ্গে এসে চেয়ে দ্যেখ্‌,
তাড়াতাড়ি এখন হব
কুসুম-বনে উপনীত,
কাঁটার জ্বালা সয়ে সয়ে,
ফুলে ফুলে সাধব কত !—
গোলাব, বেলী, কুন্দকুলি,
টগর, যূথি চাঁপা, কাশ,
একে একে সবার মুখে

ফুটাইব মধুর হাস !
তাহার পরে অমি গিয়ে,
গন্ধবহে আন্‌ব ডেকে,
সুগন্ধ না বিদায় হ'তে,
জাগাইব শিলীমুখে।

২য়া। তাই সই হলো যেন,
এতেই বা এত কেন ?

১মা। বলিস্ কিরে ওরে সখি,
শচীর রুচি জানিস্ নাকি ?
আবার গিয়ে কুঞ্জবনে,
পিক, পাপিয়ে বুলবুলিতে,
শ্যামা, দয়েল, ঘুঘুর সনে,
বলে দিব তান ধরিতে।
তাহার পরে দুপুর বেলা,
পুকুর জলে দিব ঝাঁপ,
জাগাইব কমল দলে,
পরশিয়ে রবির তাপ।

২য়া। ওলো সখি ধন্য তোরে,
কোন্ জনে বা এত পারে ?
আমি জানি, শচীর সখী,
নাহি যেন কেমন সুখী।

১মা। ওলো সখি, দুঃখ বিনে

সুখ কোথা এ ত্রিভুবনে ?
ওতো গেছে দিনের খেলা ;
আবার গিয়ে সন্ধ্যাবেলা,
একে একে আকাশ তলে
মিলাইব তারার মেলা,
চাঁদের কলঙ্ক গণে গণে,
এক স্থানেতে স্থির করিব,
চকোরীরে তত্ত্ব দিতে
তাড়াতাড়ি ছুটে যাব,
নিশিগন্ধা মালতীরে,
হাসির রাশি ঢেলে দিব,
চাঁদের আলো ধরি ধরি
কুমুদ-কলি ফুটাইব।

২য়া। তবে সখি চল্ লো চল্,
কত কাল আর থাক্‌বি বল্।
এখন গিয়ে কুসুম বনে
ঘুমে থাকি বোনে বোনে।

১মা। ওলো সখি তোর কথাতে,
আকাশ যেন পেলেম হাতে।

গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুগভীর নিশীথিনী, নিদ্রিত স্তব্ধ মেদিনী,
শান্তির কোমল কোলে সবে অচেতন।
নিরাশা, আশা, উৎসব, জয়োল্লাস, পরাভব,
একই সিন্ধু-সলিলে হয়েছে মগন।
শ্রান্তি অন্তে শান্তি যোগ, রোগ শেষে স্বাস্থ্য ভোগ,
এমন সুনীতি কেবা করিল স্থাপন।
এস নিদ্রা সহচরি, তোমারে হৃদয়ে ধরি,
শ্রান্তির যন্ত্রণা যত হব বিস্মরণ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শচীর বিলাসকুঞ্জ।

অপ্সরাদিগের সহিত শচীর প্রবেশ।

শচী।—

এস সখি চিত্রলেখা, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী,
মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, রম্ভাবতী, রতি,
আর যত রূপসী আমার, কোন সখী
থেক না পশ্চাৎ; এস সবে, অনুরোধ
না মানি কাহার, নন্দনে মিলাব আজি
আনন্দের হাট; কেহ গাও, নাচ কেহ,

কেহ তুল কুসুমসম্ভার, কেহ গিয়ে
কোরকের কীটগুলি করহ উদ্ধার ;
কেহ বা কর্কশকণ্ঠ পেচকেরে কুঞ্জ
হ'তে কর দূরীভূত ; বিরূপ বাদুড়
সহ, সই, কেহ গিয়ে বাধাও বিবাদ !

উর্ব্বশী।—

ঝিঁঝিঁট রাগিণীতে।

(অন্তরা)

চিত্রিত ভুজগ বিস্তারি রসনা,
সজারু কণ্টকী দিও না দেখা.
বেঙ্, বিছে কেহ নিকটে এ সনা,
দেবেন্দ্রাণী শচী আছেন একা !

(কোরাস্)

বুলবুলি রসময়,
গাও সুখে সুধাময়,
সুধা সুধা সুধাময়, সুধা সুধা সুধাময়.
ত্যজ ছল, ত্যজ মন্ত্র, ত্যজ বল,
এস হেথা এ সময়,
গেয়ে গেয়ে সুধাময় !

রতি।—

(অন্তরা)

যাও ঊর্ণনাভ পাতিও না জাল,
আর তন্তুবায় থেক না হেথা,

পোকা মাছি কেহ ক'রনা জঞ্জাল,
পতঙ্গ শম্বূক তু'ল না মাথা!

(কোরাস্)

বুলবুলি রসময়,
গাও সুখে সুধাময়,
সুধা সুধা সুধাময়, সুধা সুধা সুধাময়,
ত্যজ ছল, ত্যজ মন্ত্র, ত্যজ বল,
এস হেথা এ সময়,
গেয়ে গেয়ে সুধাময়।

শচী।—

হইয়াছে, মনোগত হয়েছে সকল,
তোমরা এখন সখি করিয়ে কৌশল
হরিণী অজেরে ত্বরা আন কুঞ্জমাঝে,
সাজাইয়া দেব সম মনোরম সাজে।

উর্ব্বসী।—

আয় তোরা কে কে যাবি ত্বরা আয় নামি,

রতি।—

আমি সই,

তিলোত্তমা।—

আমি সই,

ঘৃতাচী।—

আমি সই,

রম্ভা।—

আমি।

মেনকা।—

দাঁড়া দাঁড়া, আমি সই, যাব তোর সনে

শচী।—

সাবধানে এন সেই মনুজ রতনে,
হাঁটিতে কুসুম জাল ফেল পথে পথে,
কটাক্ষ ইঙ্গিতে সবে নেচ সাথে সাথে,
খেতে দিও বিম্বফল, দাড়িম্ব মধুর,
আঙ্গুর, ডুম্বুর জম্বু রসাল খর্জ্জুর,
মক্ষিকার মধুক্রম করিয়ে হরণ,
পিপাসা-লালসা তাঁর করিও বারণ,
রজনীর অন্ধকার নিবারণ তরে,
খদ্যোৎ জোনাকীগণে নিও সঙ্গী ক'রে,
চন্দ্রিকার আলো যদি বিঁধেলো শরীরে,
কুন্তলে ব্যজন তারে করো ধীরে ধীরে।

(গান করিতে করিতে অপ্সরাদিগের গমন।)

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

আয়লো সখি, বিধুমুখি,
ভ্রমরারে ডেকে আনি,
শশীর আদরে, প্রেমের চাতরে,
ফুটিয়াছে ফুলরাণী।

কুসুম সৌরভ, যৌবন বৈভব,
ঢাকে কেবা হীরাখনি,
করিয়ে যতন, করিব মিলন,
ফণিনীরে হারা মনি!

(অজ ও হরিণী সহ অপ্সরাদিগের গান করিতে করিতে
পুনঃ প্রবেশ।)
পিলু-কাশ্মিরী খেমটা

গাঁথ মালা যত বালা
কুসুম কলি দিয়ে দিয়ে,
ফুল সনে ভ্রমবাবে
আজি সখি, দিব বিয়ে।
ফুল কুলে, আন তুলে,
গাছে গাছে চেয়ে চেয়ে,
মধু লোভে মধুকর,
ছুটে যেন ধেয়ে ধেয়ে।
দেহ সবে হুলাহুলি,
প্রেম গাথা গেয়ে গেয়ে।

শচী।—(অজের প্রতি)

সুপ্রসন্ন তব প্রতি আমি হে মনুজ।
তোমার আচারে; রেখেছ অতুল কীর্তি
সমস্ত ভবনে। হে প্রেমিক! আজি তার
সমুচিত প্রতিদান করহ গ্রহণ;—

লভিয়ে দেবত্ব, দেবতা গন্ধর্ব্ব সহ
করহ বিহার সদা অমরা নগরে ;—
পৃথিবীর জরা মৃত্যু নাহিক হেথায়,
নাহি সে বিচ্ছেদ-জ্বালা, নাহি রোগ শোক
সুচির যৌবন হেথা, সুচির যৌবন ;
মিলন সুচির, কলঙ্কের নাহি হেথা
ভয়, ভুঞ্জহ স্বর্গের সুখ, হে বিলাসি !
মঞ্জুকেশী অপ্সরার সহ চিরকাল,
ত্রিদশ নিবাসী সম নির্ভয় অন্তরে।
তব ইন্দুমতী, অজ, ছিলনা মানুষী ;
বরারোহা হরিণী রূপসী, তৃণবিন্দু-
অভিশাপে মর্ত্ত্যলোকে লভিলা জনম,
সেই হেতু হয়েছিল গৃহিণী তোমার ;
শাপান্তে হরিণী, দিব্য-কুসুম সঙ্গমে,
ত্যজিয়ে মনুষ্য দেহ কুৎসিত আকার,
পশিল ত্রিদিবে পুনঃ লভিয়ে স্বরূপ ;
কিন্তু, মনঃ তার সতত ভবনে, স্বর্গে
সুধু কায়া-ছায়া, তাই প্রণয়ী যুগল,
প্রণয়ের সমুচিত লভ পুরস্কার।

(হস্তে হস্তদান।)

আয় আয় আয় যত সখী গণে মিলি,
নাচ গাও আনন্দেতে দেও হুলাহুলি।

উর্ব্বশী।—

ধন্য ধন্য তুমি ওহে ভাগ্যবান্
এ জগতে তুমি মানব প্রধান,
দেবত্ব লভিয়ে দেবের সমাজ,
দেব সম সদা করহ বিরাজ,
থাক চির সুখে, ভুলহ বিষাদ,
অপ্সরা সকলে করে আশীর্ব্বাদ।

রতি।—

আয় সখি আয়, আয়লো সকলে,
চল চল সবে নিকুঞ্জ মাঝ,
মানব দম্পতী সুখেতে ঘুমাবে,
রচিগে সাধের বাসর সাজ।

তিলোত্তমা।—

আয় আয় তুলি পল্লব নবীন,
কোমল কামিনী, গোলাব দল,
নব নব তৃণ, নবীন মৃণাল,
নবীন গাছের সোহাগ ফল।

ঘৃতাচী।—

শুক শিখী শ্যামা কোমল পালক,
আনলো ত্বরিতে আনলো সখি,
কোমল পলকে রচিয়ে শয়ন,
কুসুম পরাগ দেওলো মাখি।

রম্ভা।—

কুবলয় আনি রচ উপাধান,
শিরীষ কুসুম মিশাল দিয়ে,
নতুবা কপোলে বাঁধিবে কঠিন,
হরিণী সখীর দহিবে হিয়ে।

উর্ব্বশী।—

লতিকা সখীরে অতি সাবধানে,
কুসুমে সাজিয়ে আনলো হেথা,
ছিঁড়না প্রবাল, দলিওনা কলি,
কুসুমের প্রাণে দিওনা ব্যথা!

রতি।—

লতা লজ্জাবতী সলাজ বদনা,
সুবর্ণ-লতিকা লাবণ্যময়ী,
ভুষণ ইহারা কখনো পরেনা,
কাঙ্গাল ভাবিয়ে ত্যজনা সই।

তিলোত্তমা।—

কণ্টকী বেতসে করিওনা ঘৃণা,
মাধবী সখীরে আনিও সাধি।
এ দোঁহার সখি বড় গুণপনা,
হাতে হাতে এঁরা দিবে লো বাঁধি,

ঘৃতাচী।—

মন্দাকিনি! সখি কুল কুল স্বরে,

বিবাহ-মঙ্গল গাও লো আসি.
ঝিল্লী বিনোদিনী সাজিয়ে ভূষণে,
নাচের তরঙ্গে ভাসাও দিশি।

রম্ভা।—
সাজিতে সাজিতে দেখলো সজনী,
বুঝি লো রজনী হইল শেষ,
যতই সাজাবি, চাহিবে সাজাতে,
তোর মনোগত হবেনা বেশ।

উর্ব্বসী।—(অজকে সম্ভাষণ করিয়া)
এস এস এস এস প্রিয়তম,

রতি।—
হরিণী সখীর মাথার মণি,

তিলোত্তমা।—
নবীন গাছের একই কুসুম,

ঘৃতাচী —
ভিখারী জনের হীরার খনি।

রম্ভা।—
দ্বিতীয়ার শশী, নিদাঘ ভাস্কর,
হংসীর মণ্ডলে মরালরাজ।

উর্ব্বসী।—
এস এস এস এস নরবর!
রাসের বাসরে কিসের লাজ!

রতি।—

নাই হেথা সখে, জরামৃত্যু শোক,

তিলোত্তমা।—

নাই হেথা সখে! বিরহ-ভয়,

ঘৃতাচী।—

নাহি সে বিষাদ মূরতি ভীষণ,

রম্ভা।—

সকলি হেথায় আনন্দময়।

উর্ব্বসী।—শশধরে হেথা নাহি কলাক্ষয়,

রবির করেতে দহে না কায়,

টলে না কুসুম, খসেনা পল্লব,

শিশিরেও বহে মলয় বায়।

রতি।—

চপলা হেথায় হাসে না ক্ষণেক,

মধুক্রমে নাই বিষের জ্বালা,

পাপিয়া, কোকিল ডাকে বার মাস,

চরণে ফুটে না ধরার ধূলা।

তিলোত্তমা।—

রমণী যৌবন নহে গুপ্তধন,

নাহিক হেথায় কলঙ্ক-কালী,

স্বচ্ছন্দ আচার, সফল বাসনা,

স্বাধীন কুসুমে স্বাধীন অলি।

ঘৃতাচী।—

হ্যাদে দ্যেখ্ তোরা দ্যেখ্ লো সকলে,
হরিণী অজেতে শোভিছে কিবা,
রতির মদন বুঝি লাজ পায়,
হেরিয়ে এমন রূপের বিভা।

রম্ভা।—

সাধে কি হরিণী পড়িয়াছে ফাঁদে,
সাধে কি স্বরগে নাহিক মতি,
সাধে কি দেবতা দেখে না নয়নে,
সাধে কি মানুষে এতেক প্রীতি!

উর্ব্বশী।—

হরিণী সখিলো থে'ক সাবধানে,
রতি খোঁজে সদা হারান ধন,
করে যদি শেষে অভাব সম্বল,
জানিনা কাহার কেমন মন!

রম্ভা।—

আজিকে সবাই হলিকি পাগল,
নরের মোহন মাধুরী দেখি,
মানুষের প্রীতি এত মধুময়,
আগেতে এমন জানিনা সখি!

ঘৃতাচী।—

অন্যে কিবা সখি জানিবে তাহার,

যে মজেছে, সেই জানেলো ভালো,
আঁধারের সুখ জানিনা কেমন,
ত্যজিয়ে শরদ চাঁদের আলো!

তিলোত্তমা।—

সে কি বল সই, সে কেমন কথা,
মানুষের প্রেমে এত মধুরতা,
মানুষের সঙ্গ এত সুখময়,
এমন সুখদ মানুষ আলয়,
মানুষ শরীর এমন সুন্দর,
মানুষ-লাবণ্য এত মনোহর,
আগেতে সখীরে মুহূর্ত্তের তরে,
জানিতাম যদি আকার প্রকারে,
মানুষী হইয়ে মানুষের সনে,
থাকিতাম সদা মানুষ ভবনে,
মানুষের মত জরা মৃত্যু শোকে
ভুগিতাম সই, পলকে পলকে,
মানুষের মত বিরহ-ব্যথায়,
হতেম সখীরে, সন্তাপিত কায়,
মানুষী মতন অধীন-শৃঙ্খলে,
থাকিতাম বাঁধা প্রেমিকের গলে,
থাকিতাম চেয়ে প্রাণেশের মুখ,
দেখিতাম তায় আছে কিবা সুখ,

মানুষী মতন বালিকা বয়সে,
কলিকা সমান থাকিতেম হেসে,
যৌবন উদয়ে গৌরবের ভরে,
ফুটিতেম সই মুহূর্ত্তের তরে,
দেখিতে দেখিতে যৌবনের ছায়া
হ'লে অস্তমিত, ধরি ভিন্ন কায়া,
ত্যজি রঙ্গরস বিভ্রম বিলাস,
বিসর্জ্জি তখন জীবনের আশ,
নিত্য মৃত্যু ভয়ে গণিতাম দিন,
দেখিতাম তায় কি সুখ নবীন !

হরিণী ।—

তিলোত্তমে ! হরিণীরে করহ মার্জ্জন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তুলনা কি সম্ভবে কখন ?
তবু সখি ! মনে মনে দেখহ বিচারি,
প্রণয়ের রীতি এই আপনা পাশরি,
আপন পরাণ নাহি দিলে অন্য জনে,
অপরের প্রাণ সখি ! পাইবে কেমনে ?
প্রেমিকে প্রেমিকে সদা অভেদ অন্তর,
অধীনতা প্রণয়ের নিত্য সহচর,
মোটা কথা গুলো সই নাই কি স্মরণ,
দুখের পরেতে সুখে সন্তোষ দ্বিগুণ,
দুখেতে বাড়ায় সুখ, সুখে সুখে দুখ,

বিরহ নহিলে সখি মিলনে কি সুখ ?
দেবতা মানবে সই, রূপের তুলনা,
পায় পড়ি আর তুমি, ক'র না ক'র না,
একের নিকটে যাহা কুৎসিত কঠোর,
অপরের কাছে তাহা সুখদ সুন্দর,
কুরূপ সুরূপ সদা কহে মূঢ় জনে,
রূপের লহরী নিজ নয়নের কোণে,
আর সই, প্রণয় কি যৌবনেতে বাঁধা,
যৌবনের মধু শুধু নয়নের ধাঁধা,
প্রকৃত প্রণয় মণি হৃদয়-কন্দরে,
থাকে সদা সমভাবে বার্দ্ধক্য কিশোরে,
স্থবির, যুবক হয় প্রেমিক নয়নে,
কি কাজ সখিরে তার অনন্ত যৌবনে ?

(সকলের গান ও নৃত্য)

পরজ-কালাংড়া—একতালা।

আয়লো সকলে,
বোনে বোনে মিলে,
আনন্দসাগরে ভাসিয়ে যাই।
পরম যতনে,
মনুজ রতনে,
ঘেরিয়া ঘেরিয়া নাচিয়া গাই।
কামের কার্ম্মুক,

দিতে লো যৌতুক,
যতন করিয়ে আন লো ভাই।
এস লো সজনী,
থাকিতে রজনী,
সুখের বাসর রচিতে চাই।

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।